কালের কণ্ঠ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা

উপযোগী ৩২৮০, এ বছর যুক্ত হচ্ছে মাত্র ৫০ স্কুল

আজিজুল পারভেজ ▶

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা যায় সারা দেশে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিন হাজার ২৮০টি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বছরে গড়ে ৬৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা প্রয়োজন। কিন্তু এ বছর মাত্র ৫০টি স্কুলকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়েই হয়তো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫০টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এ সংখ্যাটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তিনি আরো বলেন, 'এ বছর বেশি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু সম্ভব না হলে আগামী বছর তা পূরণ করা হবে। আমরা আমাদের লক্ষ্যে অটল।'

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর আট বছরমেয়াদি হওয়ার কথা। শিক্ষানীতিতে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষ (২০১৩) থেকে শুরু হয়েছে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা/থানায় একটি করে সর্বমোট ৫০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণী। ওই বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিকভাবে এ বছর সপ্তম শ্রেণী চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আরো ৫০টি প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণী চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। গত রবিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করার জন্য এ বছর দেশের বিশেষ অঞ্চল থেকে ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে। বিশেষ অঞ্চল বলতে শহরের বস্তি এলাকা, চরাঞ্চল, হাওর, চা বাগান—যেসব এলাকায় নিম্ন মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে গঠিত জাতীয় কমিটি স্কুল ম্যাপিংয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছিল বলে জানা যায়। এ কমিটি সম্প্রতি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কমিটির সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়) মোহাম্মদ আবুল কালাম কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, দেশের সাত বিভাগের ৫৬ জেলার ৪৯৫ ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে মোট তিন হাজার ২৮০টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালুর উপযোগিতা রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮০টি শহরাঞ্চলে আর দুই হাজার ৬০০টি বিদ্যালয় হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের। ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি ক্লাসের জন্য শহর এলাকায় ৭০ জন আর মফস্বলের ৫০ শিক্ষার্থী ধরে এ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে আবুল কালাম জানিয়েছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করার ক্ষেত্রে অর্থই প্রধান বাধা। ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করতে গেলে অনেক স্কুলেই অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়াতে হবে। আবার কোথাও কোথাও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা এ মুহূর্তে মন্ত্রণালয় বিবেচনায় নিতে পারছে না।